দৈনিক
আমাদের সময়

2 6 DEC 2016

বিসিএস পরীক্ষায় যোগ হচ্ছে আরও ১০০ নম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) আওতায় অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষায় আরও ১০০ নম্বর যুক্ত হতে যাচ্ছে। এর মধ্যে থাকবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কিত তথ্যাবলি। এর ফলে প্রিলিমিনারি ও মূল লিখিত পরীক্ষার নম্বরও বাড়বে। এ বিষয়ে সম্প্রতি সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়ে যারা সরকারি চাকরিতে যোগ দেন, তারা যাতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ১

বিসিএস পরীক্ষায় যোগ হচ্ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) পারেন; সেজন্য বিষয়গুলো যুক্ত করা হচ্ছে। তবে এই অতিরিক্ত নম্বর যুক্ত করে কবে থেকে পরীক্ষা শুরু হবে সে বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। বিষয়টি অচিরেই সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে পিএসসিতে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

সূত্র জানায়, বর্তমানে বিসিএসে চাকরি প্রার্থীদের তিনটি পর্যায়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এর মধ্যে ২০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি টেস্ট রয়েছে। এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন তারা আরও ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা দেন। এ ছাড়া শিক্ষা ক্যাডারে যারা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরও ২০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। লিখিত পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন তাদের আরও ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার মুখোমুখী হতে হয়। মৌখিক পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবেন তারা চাকরির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সব মিলে এখন ১ হাজার ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হয়। তবে শিক্ষা ক্যাডারের জন্য ১ হাজার ৫০০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হয়।

বর্তমানে ৩৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে।

সূত্র আরও জানায়, আগামীতে বিসিএস পরীক্ষায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ২০০ নম্বর অপরিবর্তিত থাকছে। মৌখিক পরীক্ষায় ২০০ এর স্থলে ১০০ নম্বর করা হতে পারে। এ ছাড়া লিখিত পরীক্ষায় ৯০০ এর স্থলে ৬০০ নম্বর করা হতে পারে। এর মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ে ১০০ নম্বর থাকবে। আর বাকি নীতিমালা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। সরকার আগামী ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষা থেকেই নতুন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারে।

আব্দুল্লাহ নোমান নামে এক বিসিএস পরীক্ষার্থী বলেন, বিসিএসে মুক্তিযুদ্ধ [redacted] এটি অবশ্যই ভালো। এ [redacted] দাভাবে নম্বর [redacted] ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন কিন্তু হঠাৎ [redacted] না পরিকল্পনা ছা [redacted] আনা হয়, তবে পরীক্ষার্থীরা বিপাকে পড়বেন। এ ধরনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে কমপক্ষে দুবছর সময় নেওয়া উচিত।